Naya Jamana new....manas....._Layout 1 23-08-2026 21:40 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

৫ ভাদ্র ।। ১৪৩৩।। রবিবার ২৩ আগষ্ট ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৫৬১ সংখ্যা ।। ৮ পাতা

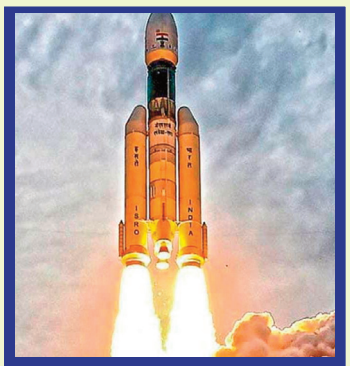

মহাকাশে যাবে চালকহীন রকেট

যমুনায় ঝাঁপ শিক্ষকের

সীমান্ত সমস্যা মেটাতে সোমেই বেজিং সফরে অজিত ডোভাল

রাখি বন্ধনের বিজ্ঞাপনে কৃতীর পোশাকে নিন্দার ঝড়

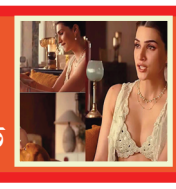

এবার ডোমকলে সমবায় সমিতির নির্বাচনে জয়ী হল সিপিএম

বিনিয়োগের স্বর্গরাজ্য এখন বাংলা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ রাজ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের ১০০ দিন পূর্তির মধ্যেই রবিবার গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্সে পাঁচটি নতুন প্রকল্পের শিলান্যাস হল। মূল অনুষ্ঠান গার্ডেনরিচে হলেও একই সময়ে খি দিরপুর, শালিমার, রায়চক ও ইছাপুরে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলির ভূমিপুজো ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ-সহ প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে মোট ৩৪০০ কোটি টাকার এই বিনিয়োগকে রাজ্যের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ডবল ইঞ্জিন সরকারের সুফল পাচ্ছে রাজ্য। বাংলার ডবল ইঞ্জিন সরকার এবার থেকে কেন্দ্রের হাতে হাত মিলিয়ে সব কাজ করবে। এই রাজ্য বিনিয়োগের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে।তিনি জানান, ভবিষ্যতে যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ ক্ষেত্রে বিপুল অঙ্কের বিনিয়োগ আসবে, যা বাংলার শিল্প ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার সূচনা করবে। তাঁর কথায়,

আজ বড় আনন্দের দিন, বাংলার জন্য গর্বের দিন।পূর্বতন তৃণমূল ও বাম সরকারের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয়ের অভাবে রাজ্য বহু ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছিল। তিনি বলেন, তৃণমূল ও বাম আমলে কেন্দ্রের বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার কোনও ইচ্ছা ছিল না। অথচ বাংলার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে; জমি, মানবসম্পদ, পরিকাঠামো ও কাঁচামাল সবই আমাদের রয়েছে। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গকেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করা হয়।গত ১০৬ দিনে সরকারের একাধিক পদক্ষেপের কথাও তুলে ধরা হয় অনুষ্ঠানে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা জনগণনার কাজ নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর ফের শুরু হয়েছে বলে জানানো হয়। রাজ্যে এখনও বহু কাজ বাকি থাকলেও সেগুলি দ্রুত সম্পন্ন করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে সরকারের তরফে।

বাংলায় ৩৪০০ কোটির লগ্নি

মানস দাস।। নয়া জামানা

প্রতিরক্ষা শিল্পে বাংলার মুকুটে জুড়ল নতুন পালক।গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্সের হাত ধরে রাজ্যে প্রায় ৩,৪০০ কোটি টাকার পাঁচটি মেগা প্রকল্পের সূচনা হল।এই বিনিয়োগকে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংকে কৃতজ্ঞতা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

তাঁর দাবি,বাংলায় বিনিয়োগ আনার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন রাজনাথ তা এবার বাস্তবের মাটিতে রূপ পেল।মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর দিল্লিতে রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রসঙ্গ তুলে শুভেন্দু বলেন,সেই সময় বাংলার শিল্প ও বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা হয়েছিল।রাজনাথ সিং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বাংলার শিল্পক্ষেত্রকে নতুন গতি দিতে কেন্দ্র সহযোগিতা করবে।মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''রাজনাথ সিং কথা দিয়ে কথা রাখার মানুষ।''এদিন আনুষ্ঠানিক ভাবে পাঁচটি মেগা প্রকল্পের সূচনা হয়। প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে রায়চক শিপইয়ার্ড, টিম্বার পন্ড শিপ বিল্ডিং ফ্যাসিলিটি, দামোদর শিপ বিল্ডিং ফ্যাসিলিটি, রেডিয়াল ফোর্জিং প্ল্যান্ট এবং ৩, ০০০ টনের ওপেন ডাই ফোর্জিং প্রেস।এই প্রকল্পগুলির হাত ধরে রাজ্যে প্রতিরক্ষা উৎপাদন,জাহাজ নির্মাণ এবং ভারী শিল্পক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলবে বলে মনে করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা সচিব, জিআরএসই-র পদস্থ আধিকারিক, রাজ্যের মুখ্য সচিব, প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিক এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্রের প্রতিনিধিরা।কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বয়েই এই বৃহৎ প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হচ্ছে বলে বার্তা দেওয়া হয়।তবে শিল্পের এই নতুন সম্ভাবনার মঞ্চ থেকেই আগের তৃণমূল সরকারের নীতির সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।তাঁর অভিযোগ,জমি, দক্ষ মানবসম্পদ, পরিকাঠামো ও কাঁচামালের মতো প্রয়োজনীয় উপাদান থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয়ের অভাবে পশ্চিমবঙ্গ

দীর্ঘদিন শিল্পক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল।তাঁর দাবি,এখন 'ডবল ইঞ্জিন' সরকারের হাত ধরে সেই ছবিই বদলাচ্ছে।প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও ভারতের অগ্রগতির প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী। 'অপারেশন সিঁদুর', ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র এবং প্রতিরক্ষা উৎপাদনে আত্মনির্ভরতার প্রসঙ্গ তুলে রাজনাথ সিংয়ের নেতৃত্বের প্রশংসা করেন তিনি।স্বামী বিবেকানন্দের 'চরৈবেতি চরৈবেতি' মন্ত্রকে সামনে রেখে এগিয়ে চলার বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী।

তাঁর বক্তব্য,রাজনাথ সিংয়ের নেতৃত্বে ভারতের প্রতিরক্ষা শক্তি আরও মজবুত হবে।আর বাংলায় ৩,৪০০ কোটির এই বিনিয়োগ শিল্পের মাটিতে নতুন আশার আলো দেখাবে।

কাউকে রেয়াত নয়, বারুইপুরের মতো এনকাউন্টার খড়গপুরেও!

হুঁশিয়ারি দিলীপের

নয়া জামানা ঃ বারুইপুরের ধাঁচে খড়্গপুরেও প্রয়োজনে এনকাউন্টার হতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। রবিবার খড়্গপুরে বিজেপির একটি নতুন কার্যালয় উদ্বোধন করতে এসে তিনি এলাকার মাফিয়া, গুন্ডা ও নেশাগ্রস্ত চোরদের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ শানান।দিলীপের দাবি, খড়্গপুরের মানুষ চিরকাল বিজেপির পাশে থাকলেও মাঝে কয়েক বছর সেখানে তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ গুন্ডারাজ চলেছে, যাতে সাধারণ মানুষ অত্যাচারিত হয়েছেন এবং ব্যবসায়ীরা ভয়ে ব্যবসা করতে পারেননি। তিনি জানান, পুলিশকে ইতিমধ্যে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় স্বাধীনতাও দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা কড়া হাতে পরিস্থিতি সামলাতে পারে। মন্ত্রীর কথায়, পুলিশ তাঁকে আশ্বাস দিয়েছে, পুজোর আগেই খড়্গপুরে শান্তি ফিরবে এবং গুন্ডাগিরি সম্পূর্ণ বন্ধ হবে।পাশাপাশি তিনি জানান, নেশার টাকা জোগাড়ে চুরি করা পাতাখোরদের বিরুদ্ধেও অভিযান চলছে। এ পর্যন্ত প্রায় ২০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে দাবি তাঁর। কারও কারও জামিন হলেও যাঁরা শুধরাবেন না, তাঁদের জেলেই থাকতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন মন্ত্রী।দিলীপ ঘোষ এ প্রসঙ্গে পুলিশকেও কটাক্ষ করেন। তাঁর অভিযোগ, আগে পুলিশ সব জেনেও নিষ্ক্রিয় থেকেছে, এবার তাদের সক্রিয় হওয়ার সময় এসেছে। তাঁর মন্তব্য, গুন্ডা-মাফিয়াদের বাড়াবাড়ির চেয়ে পুলিশের কড়া পদক্ষেপ অনেক ভালো। খড়্গপুরবাসী শান্তির আশাতেই বিজেপিকে জিতিয়েছেন, তাই তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই তাঁর মূল লক্ষ্য বলে জানান মন্ত্রী।

প্রশাসক সরিয়ে গর্ভনিং বডির মাথায় বিজেপি সাংসদ-বিধায়করা,ব্যাখ্যা শমিকের

নয়া জামানা ঃ শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতিমুক্ত করার লক্ষ্যে ক্ষমতায় আসার পরই রাজ্যের স্কুল-কলেজগুলির গর্ভনিং বডি ভেঙে দিয়েছিল সরকার। সেই জায়গায় বসানো হয়েছিল প্রশাসকদের। শনিবার সেই প্রশাসকদের সরিয়ে কলেজের গর্ভনিং বডির প্রেসিডেন্ট পদে বসানো হল বিজেপির সাংসদ ও বিধায়কদের। এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হয়েছে বিতর্ক।রবিবার হাওড়ায় এই প্রসঙ্গে মুখ খোলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতিমুক্ত রাখতেই সচেতনভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আগে মহিলা অধ্যাপিকাদের দিকে জগ ছুড়ে মারার মতো ঘটনা ঘটত, আর তা আটকাতেই এমন পদক্ষেপ প্রয়োজন। তাঁর কথায়, নবনিযুক্তরা দেখবেন যাতে কলেজে কোনও অশান্তির পরিবেশ তৈরি না হয়।উল্লেখ্য, বাম আমলে শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতির প্রবেশ ঘটেছিল বলে অভিযোগ ওঠে, যাকে তৎকালীন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের নামে 'অনিলায়ন' বলা হত। ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসানের পরও শিক্ষাঙ্গন থেকে রাজনীতি সরেনি, বরং 'তৃণমূলায়নে'র অভিযোগ ওঠে। এই প্রবণতা ঠেকাতেই বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর গর্ভনিং বডিগুলি ভেঙে দিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তখন জানিয়েছিলেন, গর্ভনিং বডিতে আর কোনও রাজনৈতিক প্রতিনিধি থাকবেন না।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 23-08-2026 21:40 Page 2

নিঃশব্দ জানালা

নুর আহমেদ

জানালার কাঁচে পাখি বিকেল
ছায়ার শিস যেন ক্লান্ত মহাকাল।

নীরবতা, পুরোনো ক্ষতের মতো;
ক্যালেন্ডারের মিহি ধুলো।

আমি আলোর শব্দ শুনি,
আয়ুর ওপর অন্ধকারের প্রত্নফলক।

চটুল ভঙ্গি

মা জ রু ল ই স লা ম

চারিদিকে গোঁ প্রকাশের চটুল ভঙ্গি
অস্থির এ-সময়ে
নিবিড়তার বালাই নেই
ধূসর হয়ে গেছে
পুবালি সেই ছায়াবৃত্ত।

রঙিন কাগজে মোড়া স্বাধীনতার
ঊনআশি বছর পরও
জাঁতা তৈরির কৌশল।আর

শূন্যতা

জীবনকুমার সরকার

যার হৃদয়েই কান পাতি, শুনি
শূন্যতা
পাঁজর থেকে উঠে আসা অক্ষরগুলো
রাতের প্রহরে মৃত তারাদের
সমাধি খোঁজে

নির্মাণের আগেই ভেঙে যায়
কথারা
আহত অক্ষর সম্পর্কের সন্ধি ছিঁড়ে দেয়
তবু, বারবার জন্ম নেয় প্রণয়ের ধ্বনি

আহত মৌমাছির রং ছুঁয়ে যায়
অমাবষ্যার চাঁদ

গোকুল সন্ধ্যা

শামশাদ বেগম

তোমার কবিতায় কত রঙ!
গোকুল সন্ধ্যার রঙধেনুর মত বর্ণিল
যাত্রিযাপনে পাতার বিশ্রামের মত
নাছোড় শ্রাবণ যেভাবে শুকনো উঠোনে একদা ঝিমমাখা গন্ধ রেখে যায়, সোঁদা।

বহির্ভূত সীমানা টপকে সে রঙ মাখার প্রাচুর্য আমার নেই
তবে তা মোটেই তাৎপর্যহীন নয়
একটু আধটু ছোঁয়া লাগাই আরকি!

অনুগল্প

অসমাপ্ত টেবিল

চাতক বিদ্যুৎ

বর্ষার সন্ধ্যা। কাজের মাসি রান্না-বান্না সেরে বাড়ি চলে গেছে অনেকক্ষণ। সদ্য অবসরপ্রাপ্ত শ্যামলবাবু উপরতলার ব্যালকনিতে বসে আছেন একা। সামনের টেবিলে দুটো প্লেটে ধোঁয়া ওঠা গরম গরম খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা।
একটা প্লেট তিনি কাছে টেনে নিলেন, অন্য প্লেটটা অধীর অপেক্ষায় টেবিলের উল্টো দিকেই পড়ে রইল। দশ বছর আগে ঠিক এই ঝড়ের দিনেই অনামিকা চলে গেছেন না-ফেরার দেশে। সেদিনও ব্যালকনির টেবিলটা ঠিক এমনি সাজানো ছিল। আজও কোনো সন্ধ্যায় বৃষ্টি নামলেই শ্যামলবাবু নিয়ম করে দুটো প্লেট ঠিক সেইভাবেই সাজিয়ে বসে থাকেন।
বাইরের দরজাটা খোলা ছিল বোধহয়! বৃষ্টিটা থামার একটু সুযোগ পেতেই পাশের বাড়ির চঞ্চল ছোট্ট মেয়ে মৌটুসী দৌড়ে এলো সোজা শ্যামলবাবুর ব্যালকনিতে; ক্ষুদাদু, ওপাশের প্লেটের খাবারগুলো তো কেউ খায় না, তাও রোজ রেখে দাও কেন?ক্ষু
শ্যামলবাবু ম্লান হেসে মেয়েটির মাথায় হাত রাখলেন। তারপর আস্তে করে বললেন, ক্ষুসবাই ভাবে প্লেটের খাবারগুলো নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু আমি চোখ বুজলেই দেখতে পাই, অনামিকা পাশের ঘরে আমার পায়জামা-পাঞ্জাবিগুলো এখনো আয়রন করছে। ওর কাজ শেষ হলেই টেবিলে আসবে। ভালো করে বাইরে তাকিয়ে দেখ;এখনো বৃষ্টি ঝরছে।মৌটুসী ব্যালকনি থেকে বাইরের দিকে তাকায়; বাগানের লাইটপোস্টের জ্বলে ওঠা আলোটিকে ঘিরে ধরেছে ঝিরঝিরে বৃষ্টির ধারা আর এই দিকে, ব্যালকনিতে বসে থাকা শ্যামলবাবুর চশমার কাচের ভেতরের চোখ দুটো নিঃশব্দে ভিজে যাচ্ছে ।

ছায়াময়

বিপুল কুমার ঘোষ

এভাবে দহন জ্বালা থেকে বাঁচাতে নিজেকে
কখনো নদীর কাছে কখনো গভীর অরণ্যে
দাঁড়িয়ে একটু ছায়ার প্রত্যাশায় জীবন থেকে
যাবতীয় তুলো উড়িয়ে দিচ্ছ কিসের জন্যে ?

ভালোবাসার ছোঁয়ায় শান্তির ঘুম ছিল যে বালিশ
মাথায় দিয়ে সেতো যেতেই পারে ফেঁসে
নিরালা ছায়ায় দাঁড়িয়ে কাকে জানাচ্ছ নালিশ?
বরং জ্বালা জুড়াও ঘরে ফিরে এসে।

তৃষ্ণার্ত মনের কাঙালপনায় হয়তো পেতে পারো
দূষণমুক্ত অপত্য স্নেহ মাখানো পাদোদকের সন্ধান।
অলস সময়ের স্রোতে না ভেসে আরো
খুঁজে নাও তুলোভরা পবিত্র শান্তির উপাদান ।

স্বপ্নের মাঝে ভাসতে ভাসতে হয়তো খুঁজে পাবে
বেদনাময় সুখস্মৃতির মায়াবী অমল রোদ্দুর।
নিজেকে দহনজ্বালা থেকে বাঁচাতে চলে যাবে
ছায়াময় হতে চেয়ে নিঃশেষে আরো কত দূর ?

বৃক্ষরা কথাও বলে

এম আলাউদ্দিন খান

নিখুঁত অঙ্ক কেটে দিচ্ছে লাল চক্ষু,
কুচক্রীর পাঠক্রম নিয়েছে প্রায়ান্ধ যুবক,
মেঘের সঙ্গে মাটির অমোঘ সম্পর্ক না-বোঝার ভান করে,

আর দু'বেলা স্বপ্ন দ্যাখে ফসলের খাণ্ডবদাহন,
বৃক্ষরা দুলতে জানে, সময় এলে কথাও বলে,
শব্দ যখন আছে, বাক্য হবে নিশ্চয়,

বাক্য সরব হলে ফাঁকা মাঠ পাবে না,
অসহায় কাকে বলে বুঝে নিও সেদিন।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 23-08-2026 21:40 Page 3

স্বাস্থ্যসাথীর টাকা লুটে ভুয়ো বিল জেলার নার্সিংহোমগুলিতে নজর স্বাস্থ্যভবনের

নয়া জামানাঃ ডবল ইঞ্জিন সরকারের আমলে এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গ যুক্ত হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সঙ্গে।যাঁরা আপাতত এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না,তাঁদের জন্য থাকছে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা,আর চালু থাকবে তৃণমূল সরকারের চালু করা স্বাস্থ্যসাথী ও। অভিযোগ, রাজ্যের এই ত্রিফলা স্বাস্থ্যবিমা ব্যবস্থার ফাঁক গলেই বাড়তি মুনাফা লুটছে একশ্রেণির অসাধু নার্সিংহোম ব্যবসায়ী।স্বাস্থ্যভবনের অন্তর্তদন্তে ধরা পড়েছে এমনই অনিয়ম।সম্প্রতি পূর্ব বর্ধমানের একটি নার্সিংহোমে আচমকা হানা দেয় স্বাস্থ্যভবনের প্রতিনিধি দল। সেখানেই উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য।অভিযোগ, ভুয়ো বিল তৈরি করে সাধারণ রোগীদের জন্য বরাদ্দ অর্থ লুট করা হয়েছে।স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের মেডিক্যাল ম্যানেজমেন্ট প্যাকেজে চিকিৎসার খরচের কোনও সীমা না থাকার সুযোগে অস্ত্রোপচারের রোগীকে ওই প্যাকেজে ভর্তি দেখিয়ে বাড়তি বিল তৈরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ।এক আধিকারিকের কথায়, ৩০-৪৫ হাজার টাকার অর্থোপেডিক অস্ত্রোপচারকে ৯০ হাজার টাকার ব্রেন স্ট্রোকের চিকিৎসা হিসেবে দেখানো হয়েছে, এমন ১৪টি ঘটনা মিলেছে।প্রকল্পে না-থাকা রোগও দেখানো হয়েছে প্রকল্পভুক্ত হিসেবে।বেসরকারি নার্সিংহোম অ্যাসোসিয়েশনের একাংশের দাবি, এটি হিমশৈলের চূড়ামাত্র।স্বাস্থ্যভবনের এক আধিকারিক জানান, রোগী সাজানোর জন্য পুরনো ব্রেন স্ট্রোকের সিটি স্ক্যান রিপোর্টে নাম-তারিখ পাল্টে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, চুরি-দুর্নীতির বিরুদ্ধেই মানুষ নতুন সরকার এনেছে, আর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রথম দিন থেকেই এই লুঠের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও নেবেন।

বিপর্যয় মোকাবিলায় নতুন বাহিনী সেপ্টেম্বরে নামছে অর্জুন বাহিনী

নয়া জামানা,কলকাতাঃ বিপর্যয় মোকাবিলায় এবার নতুন বাহিনী গড়ে তুলল রাজ্য সরকার। রবিবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়ে দিয়েছেন,আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকে এই বাহিনী কাজ শুরু করবে। এই বাহিনীর নাম দেওয়া হয়েছে অর্জুন বাহিনী। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের তো এত বড় শহর,এত বেআইনি নির্মাণ হয়েছে এত বছর ধরে,এখানে আরও অত্যাধুনিক ব্যবস্থা থাকা দরকার বিপর্যয় মোকাবিলা করতে।সে কারণে অর্জুন বাহিনী তৈরি করা হচ্ছে। সেপ্টেম্বর মাসে তারা কাজ শুরু করবে। ক্ষমতায় আসার কিছুদিনের মধ্যেই তারাতলায় একটি নির্মীয়মাণ গোডাউন ভেঙে পড়ার ঘটনা ঘটে। ছাদ ও লোহার বিম ভেঙ্গে পড়ে বহু শ্রমিক মাটির নিচে চাপা পড়ে যান।এই ঘটনায় প্রকাশ্যে আসে পূর্বতন সরকারের আমলে প্ল্যানিং থেকে নির্মাণ পর্যন্ত একাধিক বেনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ।তবে সেদিন এনডিআরএফ, ভারতীয় সেনা,ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ,পুলিশ ও দমকল বাহিনীর যৌথ উদ্যোগে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে উদ্ধারকাজ চালানো হয়েছিল।ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি এবং গ্যাস কাটার ব্যবহার করে লোহার জট ও ভারী কংক্রিট সরানোর কাজ করা হয়। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই শিক্ষা নিয়ে বিপর্যস্ত এলাকায় দ্রুত উদ্ধারকাজ চালাতে গড়ে তোলা হচ্ছে এই অত্যাধুনিক বাহিনী।অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকাজের ক্ষেত্রে অর্জুন বাহিনীকে আধুনিক প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম দিয়ে সাজানো হবে। তারাতলার ঘটনায় ব্যবহৃত উন্নত প্রযুক্তির মডেলকেই আরও বৃহত্তর পরিসরে কার্যকর করতে চলেছে রাজ্য সরকার।

নিম্নচাপে ফের বৃষ্টি মঙ্গলবার পর্যন্ত ভিজবে বাংলা

নয়া জামানাঃ রবিবার থেকেই বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছিল আবহাওয়া অফিস।এদিন সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা,মেঘ ঢুকতেও শুরু করে দিয়েছে ইতিমধ্যে। ফলে বৃষ্টি যে হবে, তা বলাই বাহুল্য।হাওয়া অফিসের ইঙ্গিত, আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত এই বৃষ্টি চলতে পারে।গত সপ্তাহে নিম্নচাপের জেরে প্রবল বৃষ্টিতে ভেসেছিল রাজ্য। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টি হয়েছিল,জল জমে নাজেহাল হতে হয়েছিল সাধারণ মানুষকে।হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, বঙ্গোপসাগরে ফের একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে, চলতি অগস্ট মাসে যা তৃতীয়। এই নিম্নচাপের জেরেই আগামী কয়েকদিন রাজ্যে বৃষ্টি চলবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস।নতুন এই নিম্নচাপটি অবস্থান করছে বাংলা-ওড়িশা উপকূলে। এর জেরে উপকূল ও পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। কলকাতায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনায় জারি হয়েছে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা।একই দিনে ভারী বৃষ্টি হতে পারে দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে। সোমবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায়। তবে নিম্নচাপের মূল প্রভাব পড়বে ওড়িশা ও ছত্তীসগঢ়ে।মঙ্গলবার থেকে উত্তরবঙ্গেও ফের ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে।দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। বুধবার একই সতর্কতা থাকছে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে। বৃহস্পতিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস।

তোলাবাজি করতে হলে তৃণমূল করুন'-বিজেপি কর্মীদের হুঁশিয়ারি সুকান্তের

নয়া জামানাঃ তোলাবাজি করে খেতে হলে তৃণমূল করুন ; এবারে এমনই কড়া বার্তা দিলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।রাজ্যে পালাবদলের পর বিজেপি সরকার ইতিমধ্যেই ১০০ দিন পার করেছে।ভোটের প্রচারে বিজেপি নেতারা তোলাবাজি,কাটমানি ও দুর্নীতিতে জিরো টলারেন্সের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।সরকার গঠনের পরও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী একই বার্তা দিয়েছেন।কিন্তু তারপরেও বিভিন্ন জায়গায় দলের স্থানীয় নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও তোলাবাজির অভিযোগ ওঠায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব বারবারই বলছেন, দলে থেকে তোলাবাজি বরদাস্ত করা হবে না।রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও এর আগে সতর্ক করে বলেছিলেন, অভিযোগ এলে ডিমথেরাপির মুখ যে কোনও সময় নিজের দলের লোকেদের দিকেও ঘুরতে পারে।একই পথে হেঁটে সুকান্ত মজুমদার বলেন, প্রয়োজনে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে, কারণ বিজেপিতে পার্টি করে খাওয়ার ঐতিহ্য নেই।তাঁর কথায়, যাঁদের এই মানসিকতা, তাঁরা দল ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারেন।সাধারণ মানুষের উদ্দেশে তিনি বার্তা দেন, কোনও নেতা দাদাগিরি বা ভয় দেখালে সরাসরি পুলিশে এফআইআর করতে, কারণ নেতা যত বড়ই হোন না কেন, দল তাঁর পাশে দাঁড়াবে না।বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, নিচুতলায় বহু তৃণমূল কর্মী নিজেদের নব্য বিজেপি পরিচয় দিয়ে তোলাবাজি-দুর্নীতিতে জড়াচ্ছেন।এই অভিযোগে রাজ্য বিজেপি সম্প্রতি ২৫০ জনকে সাসপেন্ড করেছে।

কেএমসির বেতন-দুর্নীতি!

তৃণমূল আমলের নিয়োগ খতিয়ে দেখবে ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি

নয়া জামানাঃ কলকাতা পুরসভার কর্মীসংখ্যা এবং তাঁদের বেতন বা মজুরি বাবদ বরাদ্দ অর্থে বড়সড় অনিয়মের অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই প্রশাসনিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে।কাগজে-কলমে নথিভুক্ত কর্মীর তুলনায় প্রতি মাসে কোষাগার থেকে অতিরিক্ত অর্থ বেরিয়ে যাওয়ার তথ্য সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসেছে কর্তৃপক্ষ। এই আর্থিক গরমিলের উৎস খুঁজতে বিগত ১৬ বছরে তৃণমূল পরিচালিত পুরসভার যাবতীয় নিয়োগ প্রক্রিয়াকেই এ বার তদন্তের আওতায় আনা হচ্ছে।পুর প্রশাসনের একাংশের অনুমান,গরমিলের বড় অংশ ঘাপটি মেরে রয়েছে কর্মী সরবরাহকারী এজেন্সিগুলির মাধ্যমে হওয়া নিয়োগের গভীরে।বিগত ১৬ বছরে স্থায়ী পদে নিয়োগ প্রায় বন্ধ থাকায় এজেন্সির ওপর নির্ভরতাই ছিল দস্তুর।নির্দিষ্ট কয়েকটি এজেন্সিকে বারবার কর্মী সরবরাহের বরাত দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে। এক পুর আধিকারিকের কথায়,ভুয়ো উপস্থিতি বা অসঙ্গতি চিহ্নিত করতে প্রথমে অস্থায়ী কর্মীদের সম্পূর্ণ তালিকা তৈরি করে তাঁদের বাস্তব অস্তিত্ব, কাজের ধরন ও কর্মঘণ্টা যাচাই করা হবে।তদন্ত কমিটির প্রাথমিক রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই পরবর্তী প্রশাসনিক ও আইনি পদক্ষেপ নেবে পুরসভা।আর্থিক নয়ছয়ের উৎস উদঘাটনে ইতিমধ্যে পাঁচ সদস্যের একটি বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন পুরসভার বিশেষ কমিশনার সৌম্য ভট্টাচার্য। পুরসূত্রে জানা গিয়েছে,তদন্তের পরিধি শুধু মূল ভবনেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং সমস্ত ওয়ার্ড ও বরো অফিস, প্রতিটি বিভাগীয় দফতর এবং পুর-অধীনস্থ সংস্থার কর্মীসংক্রান্ত তথ্যও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে খতিয়ে দেখা হবে।বর্তমানে কলকাতা পুরসভায় স্থায়ী কর্মী প্রায় ১৪ হাজারের কিছু কম এবং অস্থায়ী কর্মীর সংখ্যা ১৬ হাজারের কিছু বেশি।এ ছাড়া ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পেও বিপুল সংখ্যক কর্মী যুক্ত রয়েছেন।তদন্ত কমিটি স্থায়ী, অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের পৃথক তালিকার পাশাপাশি এজেন্সি-নিযুক্ত ও প্রকল্পভিত্তিক কর্মীদের নথিও খতিয়ে দেখবে।শুধু বায়োমেট্রিক হাজিরা বা খাতা-কলমে নাম মেলানোই নয়, কর্মীরা বাস্তবে কাজ করছেন কি না, তা সরেজমিনেও যাচাই করা হবে।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 23-08-2026 21:40 Page 4

সম্পাদকীয়

২৩ আগষ্ট ২০২৬ ।। রবিবার

শিল্প ফিরছে

একসময় বাংলার শিল্পের খবর মানেই ছিল বন্ধ কারখানার তালিকা,শ্রমিকের দীর্ঘশ্বাস আর অন্ধকার হয়ে যাওয়া চিমনির ছবি।একের পর এক শিল্পপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়া, বিনিয়োগকারীদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং কর্মসংস্থানের সংকট এই সবকিছু মিলিয়ে বাংলার শিল্প মানচিত্র নিয়ে তৈরি হয়েছিল গভীর হতাশা। কিন্তু সময় বদলেছে। বদলেছে আলোচনার ভাষাও। এখন বাংলার মাটিতে বিনিয়োগের সম্ভাবনা, নতুন শিল্প, কর্মসংস্থান এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের খবরই ক্রমশ সামনে আসছে।এই পরিবর্তন নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। কারণ শিল্প শুধু একটি কারখানা তৈরি করে না,শিল্প তৈরি করে কাজের সুযোগ, বাজার তৈরি করে,ছোট ব্যবসাকে বাঁচিয়ে রাখে এবং একটি অঞ্চলের অর্থনীতিকে গতিশীল করে।একটি বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে তার সঙ্গে যুক্ত হয় অসংখ্য ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ, পরিবহণ, পরিষেবা এবং স্থানীয় ব্যবসা। ফলে বিনিয়োগের প্রতিটি খবরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বহু পরিবারের ভবিষ্যৎ।

তবে বিনিয়োগের ঘোষণা আর বাস্তবে শিল্প গড়ে ওঠা এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্যটিও ভুলে গেলে চলবে না। কাগজে-কলমে প্রস্তাব যতই বড় হোক, তার প্রকৃত সাফল্য মাপতে হবে মাটিতে।কতগুলি প্রকল্প বাস্তবে শুরু হল,কত মানুষের কর্মসংস্থান হল, স্থানীয় যুবক-যুবতীরা কতটা সুযোগ পেলেন তার হিসাবই শেষ কথা।

বাংলার সামনে তাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল এই বিনিয়োগের আবহকে স্থায়ী শিল্পবিকাশে পরিণত করা। জমি, বিদ্যুৎ,যোগাযোগ, প্রশাসনিক অনুমোদন, দক্ষ শ্রমিক এবং শিল্পবান্ধব পরিবেশ প্রতিটি ক্ষেত্রেই দ্রুততা ও স্বচ্ছতা প্রয়োজন। একই সঙ্গে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ধরে রাখাও জরুরি।বাংলা শিল্পে পিছিয়ে পড়েছিল এই তকমা বদলানোর সুযোগ এখন এসেছে।কিন্তু সেই সুযোগকে সাফল্যে পরিণত করতে হলে শুধু উৎসব নয়, প্রয়োজন ধারাবাহিক কাজ। বিনিয়োগের খবর যত বেশি আসবে ততই প্রত্যাশা বাড়বে। আর সেই প্রত্যাশার উত্তর দিতে হবে বাস্তব কর্মসংস্থান ও উৎপাদনের মাধ্যমে।বন্ধ কারখানার ধোঁয়া নয়, নতুন শিল্পের ধোঁয়া উঠুক বাংলার আকাশে এই স্বপ্নই আজ সবচেয়ে জরুরি। বিনিয়োগের খবর যেন আর কেবল শিরোনাম না হয় তা যেন হয়ে ওঠে বাংলার মানুষের জীবনে সত্যিকারের পরিবর্তনের গল্প।

মানসিক স্বাস্থ্য-সচেতনতা বেড়েছে, বদলেছে কি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ?

বাপন দেব লাড়ু

এক সময় শারীরিক অসুস্থতার কথা মানুষ অনায়াসে বলতে পারলেও মানসিক সমস্যার কথা বলতে সংকোচ বোধ করত। উদ্বেগ, অবসাদ, আতঙ্ক, একাকীত্ব কিংবা মানসিক ক্লান্তি যেন ছিল ব্যক্তিগত দুর্বলতার প্রতীক। পরিবারের ভেতরে, কর্মক্ষেত্রে বা সমাজে এই বিষয়গুলি নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করার প্রবণতা ছিল খুবই কম। কিন্তু গত এক দশকে, বিশেষত করোনা-পরবর্তী সময়ে, মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে জনসচেতনতার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। সংবাদমাধ্যম, সামাজিক মাধ্যম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের উদ্যোগে বিষয়টি আজ আর আগের মতো আড়ালে নেই। তবে প্রশ্ন থেকে যায়, সচেতনতা বৃদ্ধি পেলেও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি কতটা বদলেছে? বিশ্বজুড়ে মানসিক স্বাস্থ্য এখন জনস্বাস্থ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আধুনিক জীবনের দ্রুত গতি, কর্মক্ষেত্রের প্রতিযোগিতা, শিক্ষাজনিত চাপ, পারিবারিক পরিবর্তন এবং ডিজিটাল নির্ভরতা মানুষের মানসিক জীবনে নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। উদ্বেগ ও বিষণ্নতার মতো সমস্যা আজ আর নির্দিষ্ট বয়স বা পেশার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশু থেকে প্রবীণ, ছাত্র থেকে কর্মজীবী, সকলের মধ্যেই মানসিক চাপের উপস্থিতি লক্ষ করা যাচ্ছে। ভারতীয় সমাজে দীর্ঘদিন ধরে মানসিক রোগ বা মানসিক সমস্যাকে ঘিরে নানা ভুল ধারণা প্রচলিত ছিল। অনেকেই মনে করতেন মানসিক অসুস্থতা মানেই উন্মাদনা অথবা সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য কোনো অবস্থা। ফলে অসংখ্য মানুষ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা বা পরামর্শ নেওয়ার পরিবর্তে সমস্যাকে লুকিয়ে রাখতেন। পরিবারের সদস্যরাও অনেক সময় বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতেন না। এর ফলে রোগ আরও জটিল হয়ে উঠত এবং ব্যক্তি ও পরিবারের ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলত। এই প্রেক্ষাপটে গত কয়েক বছরের পরিবর্তন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে সংবাদপত্র, টেলিভিশন, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং সামাজিক মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে নিয়মিত আলোচনা হচ্ছে। উদ্বেগ, অবসাদ, প্যানিক ডিসঅর্ডার, বার্নআউট, আত্মহত্যা প্রতিরোধ কিংবা মানসিক সুস্থতা বজায় রাখার উপায় নিয়ে সাধারণ মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান সচেতনতা কর্মসূচি পরিচালনা করছে। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি নিজেদের মানসিক সংগ্রামের অভিজ্ঞতা প্রকাশ্যে তুলে ধরছেন, যা বিষয়টিকে সামাজিক আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসতে সাহায্য করেছে। করোনা মহামারি এই পরিবর্তনের অন্যতম বড় অনুঘটক। দীর্ঘ লকডাউন, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা, আর্থিক সংকট এবং প্রিয়জন হারানোর অভিজ্ঞতা মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। অনেকেই প্রথমবার উপলব্ধি করেন যে মানসিক সুস্থতা কোনো বিলাসিতা নয়, বরং দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অংশ। মহামারির সময় ও পরে অনলাইন কাউন্সেলিং, টেলি-মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক সচেতনতামূলক উদ্যোগ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য সংস্থা এবং সামাজিক সংগঠন মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা নিয়ে কাজ করছে। বিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে কাউন্সেলিংয়ের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা বাড়ছে। পরীক্ষার চাপ, কর্মজীবনের প্রস্তুতি, সামাজিক প্রত্যাশা এবং ডিজিটাল জীবনের প্রভাব শিক্ষার্থীদের মানসিক অবস্থাকে প্রভাবিত করছে। ফলে শিক্ষাবিদদের একাংশ মনে করছেন, পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি মানসিক সুস্থতার শিক্ষাকেও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা আগের তুলনায় মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে বেশি সচেতন। তারা প্রয়োজনে কাউন্সেলিং বা পেশাদার সহায়তা নেওয়ার বিষয়টিকে তুলনামূলক স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করছে। কিন্তু একই সঙ্গে প্রতিযোগিতার তীব্রতা, পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে উদ্বেগ এবং সামাজিক মাধ্যমে অন্যদের সাফল্যের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করার প্রবণতা নতুন ধরনের চাপও তৈরি করছে। অনেক ক্ষেত্রে এই চাপ দীর্ঘস্থায়ী উদ্বেগ ও আত্মবিশ্বাসহীনতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কর্মক্ষেত্রেও মানসিক স্বাস্থ্য এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণের চাপ, চাকরির অনিশ্চয়তা এবং ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে কাজের ভারসাম্য রক্ষার সমস্যা কর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলছে। বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি, কর্পোরেট পরিষেবা এবং প্রতিযোগিতামূলক পেশাগুলিতে বার্নআউট একটি পরিচিত সমস্যা হয়ে উঠেছে। অনেক প্রতিষ্ঠান এখন কর্মীদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা, কাউন্সেলিং এবং সুস্থ কর্মপরিবেশ তৈরির উদ্যোগ নিচ্ছে। যদিও এই সুবিধা এখনও সব ক্ষেত্র বা সব স্তরের কর্মীদের কাছে পৌঁছায়নি।

সামাজিক মাধ্যমের ভূমিকা এই আলোচনায় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে এটি সচেতনতা বৃদ্ধির একটি শক্তিশালী মাধ্যম। মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্য, পরামর্শ এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে। বহু মানুষ নিজেদের সমস্যার কথা প্রকাশ্যে বলতে সাহস পাচ্ছেন। অন্যদিকে সামাজিক মাধ্যম কখনও কখনও মানসিক চাপ বৃদ্ধির কারণও হয়ে উঠছে। অন্যের সাজানো জীবনের সঙ্গে নিজের বাস্তবতার তুলনা, অনলাইন হয়রানি, তথ্যের অতিরিক্ত চাপ এবং ক্রমাগত স্বীকৃতি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা অনেকের মানসিক সুস্থতাকে প্রভাবিত করছে। ফলে ডিজিটাল সচেতনতা এবং মানসিক স্বাস্থ্যের মধ্যে একটি নতুন সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। তবে সচেতনতা বৃদ্ধির এই ইতিবাচক ছবির পাশাপাশি কিছু সীমাবদ্ধতাও স্পষ্ট। শহুরে অঞ্চলে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা বাড়লেও গ্রামীণ এলাকায় এখনও অনেক ভুল ধারণা ও কুসংস্কার বিদ্যমান। অনেক মানুষ মানসিক সমস্যাকে চিকিৎসাযোগ্য স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে না দেখে ভাগ্য, অশুভ প্রভাব বা ব্যক্তিগত ব্যর্থতার ফল বলে মনে করেন। ফলে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণে অনীহা দেখা যায়। সামাজিক লজ্জা ও পারিবারিক সংকোচও একটি বড় বাধা হিসেবে কাজ করে।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো মানসিক স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতা। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী এবং প্রশিক্ষিত কাউন্সেলরের সংখ্যা এখনও চাহিদার তুলনায় কম। শহরাঞ্চলে কিছু সুযোগ থাকলেও গ্রামীণ এলাকায় এই পরিষেবা সীমিত। অর্থনৈতিক কারণেও অনেক পরিবার দীর্ঘমেয়াদি মানসিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করতে পারে না। ফলে সচেতনতা বৃদ্ধি পেলেও পরিষেবার নাগাল বাড়ানো একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে রয়েছে। প্রবীণ নাগরিকদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়েও নতুন করে ভাবার সময় এসেছে। যৌথ পরিবারের ভাঙন, একাকীত্ব, শারীরিক অসুস্থতা এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা অনেক প্রবীণ মানুষের মানসিক অবস্থাকে প্রভাবিত করছে। একইভাবে কিশোর-কিশোরীদের ক্ষেত্রেও পরিচয় সংকট, সামাজিক চাপ এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠছে। ফলে মানসিক স্বাস্থ্যকে কেবল চিকিৎসার বিষয় হিসেবে নয়, সামাজিক ও পারিবারিক কল্যাণের প্রশ্ন হিসেবেও দেখতে হবে।

আত্মহত্যা প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও আরও সক্রিয় উদ্যোগ প্রয়োজন। আত্মহত্যার পেছনে একাধিক সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মানসিক কারণ কাজ করে। কিন্তু সময়মতো সহায়তা, সহানুভূতিশীল পরিবেশ এবং মানসিক স্বাস্থ্যসেবার সহজ প্রাপ্যতা অনেক ঝুঁকি কমাতে পারে। পরিবার, বিদ্যালয়, কর্মক্ষেত্র এবং স্থানীয় সম্প্রদায়কে এই বিষয়ে আরও সংবেদনশীল হতে হবে। সচেতনতার প্রকৃত সাফল্য তখনই আসবে, যখন মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলা স্বাভাবিক সামাজিক আচরণে পরিণত হবে। যেমন শারীরিক অসুস্থতার জন্য চিকিৎসকের কাছে যাওয়া নিয়ে কোনো সংকোচ নেই, তেমনই মানসিক সমস্যার ক্ষেত্রেও সাহায্য চাওয়াকে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থায় মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবার সমন্বয় ঘটানো এবং জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি বাড়ানো এই পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হতে পারে।মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা যে বেড়েছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা এক বিষয় নয়। এখনও অনেক পথ বাকি। সমাজের প্রতিটি স্তরে সহমর্মিতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা গেলে তবেই এই সচেতনতা বাস্তব পরিবর্তনে রূপ নেবে। কারণ একটি সুস্থ সমাজ গড়ে ওঠে শুধু সুস্থ শরীরের ওপর নয়, সুস্থ মননের ওপরও।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 23-08-2026 21:40 Page 5

সীমান্তের কাঁটাতারে বন্দি ২৪টি ভারতীয় পরিবার, এবার কি মিলবে পুনর্বাসন ?

অপূর্ব বর্মন, নয়া জামানা, বামনগোলা ঃ দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রায় আট দশক পেরিয়ে গেলেও পরাধীনতার মেজাজে দিন কাটছে মালদহের বামনগোলা ব্লকের তালতলা গ্রামের ২৪টি পরিবারের। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ২০০৫ সালে কাঁটাতারের বেড়া বসানোর ফলে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেড়ার ওপারে চলে যায় তাঁদের বসতবাড়ি। ভোটার কার্ড, আধার কার্ডের মতো ভারতীয় পরিচয়পত্র থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘ ২১ বছর ধরে বিএসএফের নজরদারিতে পরিচয়পত্র দেখিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে এই পরিবারগুলিকে। দিনে কয়েকবার যাতায়াতের সুযোগ থাকলেও রাতে বা জরুরি অবস্থায় মূল ভূখণ্ডে পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে ওঠে। বিশেষ করে অসুস্থ ব্যক্তি, গর্ভবতী নারী, বয়স্ক এবং স্কুলপড়ুয়াদের দৈনন্দিন জীবনে এই কাঁটাতার এক বিশাল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।শুধু চলাচলের সমস্যাই নয়, নিরাপত্তাহীনতাও তাড়া করে বেড়াচ্ছে এই গ্রামটিকে। দুই দেশের সীমান্তে অবস্থিত পুনর্ভবা নদী পেরিয়ে প্রায়শই বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের অনুপ্রবেশ ও গবাদি পশু চুরির মতো ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। একদিকে যাতায়াতের কঠোর কড়াকড়ি, অন্যদিকে নিরাপত্তার অভাব;এই দুইয়ের টানাপোড়েনে অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে বেড়ার এপারে স্থায়ী পুনর্বাসনের দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন গ্রামবাসীরা।সম্প্রতি এই সীমান্তবাসীর দুর্দশার খবর পেয়ে এলাকায় যান রাজ্যের সেচ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক জুয়েল মুর্মু। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি এবং ৮৮ নম্বর তালতলা বিওপির বিএসএফ আধিকারিকরা। মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে হাতজোড় করে নিজেদের দীর্ঘদিনের যন্ত্রণা এবং কাঁটাতারের এপারে পুনর্বাসনের আবেদন জানান বাসিন্দারা। সন্তানদের ভবিষ্যৎ ও চিকিৎসার কথা মাথায় রেখে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি তোলেন তাঁরা। পরিস্থিতি সরজমিনে খতিয়ে দেখে মন্ত্রী জুয়েল মুর্মু আশ্বাস দিয়েছেন যে, বিষয়টি তিনি রাজ্য সরকার ও জেলা প্রশাসনের নজরে আনবেন। প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে এই ২৪টি পরিবারকে বেড়ার এপারে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব কি না, তা নিয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। দীর্ঘ ২১ বছরের দীর্ঘ অপেক্ষার পর এবার কি মিলবে স্বস্তি? সেই উত্তরের অপেক্ষায় পথ চেয়ে রয়েছে তালতলার সীমান্তবাসীরা।

জলদাপাড়ায় চা বাগানে গন্ডার শাবকের তাণ্ডব, দিনভর লড়াইয়ের পর উদ্ধার করল বন দফতর

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন মাদারিহাটের ১২ মাইল এলাকার একটি চা বাগানে রবিবার সকালে আচমকাই দেখা মেলে এক গন্ডার শাবকের। চা বাগানে পাতা তুলতে গিয়ে হঠাৎই বন্যপ্রাণীটিকে দেখতে পান স্থানীয় শ্রমিকরা। ঘন লোকালয়ে গন্ডারের উপস্থিতি ঘিরে মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পুরো এলাকায়। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই তিনটি কুনকি হাতি এবং বেশ কয়েকজন কর্মীকে নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বন দফতরের আধিকারিকদের একটি দল।গন্ডার শাবকটিকে নিরাপদে জঙ্গলে ফেরানোর কাজ মোটেও সহজ ছিল না। প্রখর রোদের মধ্যে চা গাছের আড়ালে বারবার সে লুকোচুরি খেলতে থাকে, যা বনকর্মীদের ব্যাপক কালঘাম ছুটিয়ে দেয়। উদ্ধারের এক পর্যায়ে হঠাৎই এক বনকর্মীর ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে আক্রমণ করে বসে শাবকটি। তবে সহকর্মীদের দ্রুত তৎপরতায় বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পান ওই বনকর্মী।অবশেষে দীর্ঘ সময় ধরে আপ্রাণ চেষ্টার পর গন্ডার শাবকটিকে বিন্দুমাত্র আঘাত না করে অক্ষত ও সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় জলদাপাড়ার জঙ্গলে ফেরাতে সক্ষম হন বনকর্মীরা। বন দফতরের আধিকারিকেরা জানান, জঙ্গল থেকে ভুলবশত বেরিয়ে এসে চা বাগানে ঢুকে পড়েছিল সে। পরবর্তীতে লোকজনের ভিড় দেখে ভয় পেয়েই চা গাছের আড়ালে আত্মগোপন করেছিল। শাবকটি জঙ্গলে ফিরতেই বাগানকর্মী ও স্থানীয়দের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে।

ধরলা নদীতে ডুবে যুবকের মৃত্যু

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ রবিবাসরীয় দুপুরে ময়নাগুড়ি ব্লকের ব্রহ্মপুর এলাকায় ধরলা নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল এক যুবক। তিন বন্ধু মিলে নদীতে স্নান করতে নামলেও দু'জন নিরাপদে উঠে আসতে সক্ষম হয়। কিন্তু অন্যজন নদীর স্রোতে তলিয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়েই পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী ও বিপর্যয় মোকাবিলা দল। দীর্ঘ তল্লাশির পর ঘটনাস্থল থেকে কিছু দূরে ওই যুবকের নিথর দেহ উদ্ধার হয়। ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।এই মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম চাঞ্চল্য ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে জেসিবি দিয়ে নদী থেকে বেআইনিভাবে বালি তোলার ফলেই জায়গায় জায়গায় গভীর খাদের সৃষ্টি হয়েছে।

আর তাতেই তলিয়ে গিয়ে এই দুর্ঘটনা। অতীতেও একইভাবে একাধিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে দাবি করে, অবিলম্বেই এই বেআইনি বালি উত্তোলন বন্ধে পুলিশের কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা।

সংগঠন শক্তিশালী করতে উত্তর দিনাজপুরে ১৫ দিনের বিশেষ কর্মসূচিতে কংগ্রেস

মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলায় কংগ্রেসের সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত করতে ১৫ দিনের বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে জেলা কংগ্রেস। রবিবার দলের নবনিযুক্ত জেলা অবজারভার রকিবুদ্দীন আহমদ বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে উত্তর দিনাজপুরের উদ্দেশে রওনা হন। পথে ইসলামপুরের রামগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে স্থানীয় নেতৃত্ব ও কর্মীরা ফুলের তোড়া দিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানান।এদিনের কর্মসূচিতে ইসলামপুর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি হারুন রশিদ, রামগঞ্জ-১ নম্বর অঞ্চলের সভাপতি চৈতু মোহাম্মদ, গোবিন্দপুর অঞ্চলের কাউসার আলম ও সুজালি অঞ্চলের কসমুল হক-সহ একাধিক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।রকিবুদ্দীন আহমদ জানান, আগামী ১৫ দিন তিনি জেলার বিভিন্ন ব্লকে গিয়ে সংগঠন পর্যালোচনা করবেন এবং স্থানীয় ও বুথস্তরের কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি বৈঠক করবেন। দলের সাংগঠনিক দুর্বলতা চিহ্নিত করে তৃণমূল স্তর থেকে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে স্থানীয় কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে।

রঘুনাথগঞ্জে বাথরুমের বালতি থেকে উদ্ধার ১১ দিনের শিশুকন্যার মৃতদেহ

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদঃ জন্মের মাত্র এগারো দিনের মাথায় মর্মান্তিক পরিণতি হল এক একরত্তি শিশুকন্যার। বাথরুমের জলের বালতি থেকে তার নিথর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার মঙ্গলজোন এলাকায়।রবিবার সকালে পরিবারের সদস্যরা বাথরুমের ভেতর রাখা জলের বালতির মধ্যে শিশুটিকে ভাসমান অবস্থায় দেখতে পান। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করা হলেও শেষ রক্ষা হয়নি, আগেই মৃত্যু হয়েছিল শিশুটির। এই ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া এবং তৈরি হয় চরম চাঞ্চল্য।ঘটনার খবর পেয়েই পৌঁছায় রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। তারা মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। একটি ১১ দিনের শিশু কীভাবে নিজে থেকে বাথরুমের বালতিতে পৌঁছাল, তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠেছে। এটি কোনো অসাবধানতাবশত ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা, নাকি এর পেছনে কোনো পারিবারিক বিবাদ বা অন্য কোনো রহস্য লুকিয়ে রয়েছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।পুলিশ ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে। পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি প্রতিবেশীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে বলে জানায় প্রশাসন।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 23-08-2026 21:40 Page 6

ময়নাগুড়ি ইয়ুথ ক্লাবের ৬৫ তম দুর্গাপুজোর খুঁটি পুজো

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়িঃ খুঁটি পুজোর মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়ে গেল ময়নাগুড়ি ওয়েস্ট আনন্দনগর ইয়ুথ ক্লাবের ৬৫তম দুর্গা উৎসবের প্রস্তুতি।

প্রতিবারের মতো এবারও উত্তরবঙ্গের অন্যতম বিগ বাজেটের এই পুজো ঘিরে এলাকাবাসীর মধ্যে উন্মাদনা তুঙ্গে।

ক্লাব সূত্রে জানা গেছে, এ বছর পুজো মণ্ডপ তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মেদিনীপুরের শিল্পীদের।

পাশাপাশি, গোটা এলাকা আলোকিত করতে চন্দননগরের ঐতিহ্যবাহী আলোকসজ্জার পরিকল্পনা করা হয়েছে, যা দর্শনার্থীদের অন্যতম প্রধান আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হবে। প্রতি বছরই পুজোয় এই ক্লাবে দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। এই বিপুল ভিড় সুচারুভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি ক্লাব সদস্যরাও সবরকম সহযোগিতা করবেন বলে জানানো হয়েছে। এবারের আয়োজন প্রসঙ্গে পূজা কমিটির সভাপতি উজ্জ্বল গোস্বামী আশাবাদী সুরে জানান, ৬৫ বছরে পদার্পণ করা এই পুজো তার নান্দনিকতা ও জাঁকজমকে সমস্ত দর্শকদের নজর কাড়তে সক্ষম হবে। খুঁটি পুজোর শুভ সূচনার মধ্যে দিয়ে উত্তরবঙ্গের অন্যতম সেরা এই দুর্গা উৎসবের কাউন্টডাউন আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়ে গেল।

পূজার রাতে ময়নাগুড়িতে দুঃসাহসিক চুরি, মন্দির থেকে সোনা ও নগদ সহ উধাও দুষ্কৃতী

নয়া জামানা, ময়নাগুড়িঃ ময়নাগুড়ির গোবিন্দনগরে বাড়িতে পূজার মাঝেই ঘটল দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা। শনিবার রাতে বাড়ির উত্তর লক্ষ্মীনারায়ণ ও রাধাগোবিন্দের পুজো ঘিরে উৎসবের আবহ ছিল। গভীর রাত পর্যন্ত পুজো ও প্রসাদ বিতরণ চলায় পরিবারের সদস্য ও অতিথিরা দেরিতে ঘুমোতে যান। রবিবার সকালে উঠে দেখা যায়, ঠাকুরমূর্তি থেকে আনুমানিক ২৫ থেকে ৩০ গ্রাম ওজনের সোনার চূড়া ও গলার হার গায়েব। এর পাশাপাশি বাড়ি থেকে চারটি মোবাইল ফোন এবং মানিব্যাগে রাখা প্রায় ৫ থেকে ৭ হাজার টাকা চুরি গিয়েছে। ঘটনার খবর পেয়েই ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিক সন্দেহবশত এলাকার এক নতুন ভাড়াটিয়া যুবককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হলেও, ঘটনার সাথে তার সরাসরি কোনো যোগসূত্র রয়েছে কি না তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বিজেপি সরকারের ১০০ দিন পূর্তিতে রামগঞ্জে মিছিল ও পথসভা

নয়া জামানা, ইসলামপুরঃ বিজেপি সরকারের ১০০ দিন পূর্তি উপলক্ষে রবিবার ইসলামপুর বিধানসভার রামগঞ্জে বিজেপির ১ নম্বর মণ্ডলের উদ্যোগে একটি মিছিল ও পথসভার আয়োজন করা হয়। রামগঞ্জের বিজেপি কার্যালয় থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে বলফিল্ড, পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের রাস্তা, কালুগঞ্জ মোড় ও বসাকপাড়া ঘুরে পুনরায় পুরাতন পুলিশ ফাঁড়ি সংলগ্ন বিজেপি কার্যালয়ে এসে শেষ হয়।

মিছিল শেষে আয়োজিত পথসভায় দলীয় নেতৃত্ব বিজেপির ১০০ দিনের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ ও জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের খতিয়ান তুলে ধরেন।

পাশাপাশি আগামী দিনে এলাকার সার্বিক উন্নয়নে আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করার বার্তা দেওয়া হয়। এদিনের কর্মসূচিতে স্থানীয় মহিলাদের উপস্থিতি ছিল বিশেষ চোখে পড়ার মতো। সমগ্র কর্মসূচিকে ঘিরে দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা দেখা যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির ১ নম্বর মণ্ডলের সহ-সভাপতি লোকনাথ দাস, মণ্ডল সদস্য সঞ্জীব বারুই, সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি কাইজার আলম, সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানীসহ স্থানীয় একাধিক নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ।

নিকাশি নালায় অবহেলা

জমা জলে জাল ফেলে অভিনব প্রতিবাদ কুশলপুরের গ্রামবাসীদের

নয়া জামানা, মালদহঃ সামান্য বৃষ্টিতেই হাঁটু জল, সঙ্গে দুর্গন্ধময় আবর্জনা পচা নোংরা জল। দীর্ঘদিন ধরে নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় এমনই নরকযন্ত্রণার

মুখোমুখি মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের কুশলপুর- কুশডাঙ্গি এলাকার বাসিন্দারা। বারবার স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের দ্বারস্থ হয়েও কোনো স্থায়ী সমাধান না মেলায়, রবিবার দুপুরে জমা জলের মধ্যেই মাছ ধরার জাল ফেলে এক অভিনব প্রতিবাদে শামিল হলেন ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিনের এই অবহেলার কারণে সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। সেই পচা জল ঘরে ঢুকে যাতায়াতের অযোগ্য পরিবেশ তৈরি করে।

একই রাস্তা ব্যবহার করতে গিয়ে চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে স্কুলপড়ুয়া, শিশু, গর্ভবতী নারী ও প্রবীণ নাগরিকরা। এমনকি স্থানীয় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। জমে থাকা জলে মশা ও পোকামাকড়ের উপদ্রব বাড়ায় ছড়িয়ে পড়ছে রোগব্যাধির আতঙ্ক। স্থানীয়দের স্পষ্ট বক্তব্য, একাধিকবার আবেদন জানানো সত্ত্বেও প্রশাসন কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি।

তাই বাধ্য হয়ে প্রতীকী প্রতিবাদ হিসেবে তারা রাজপথে জাল ফেলেছেন।

অতি দ্রুত নিকাশি নালা নির্মাণ করে পাকা সমাধান না করা হলে আগামীতে আরও বড় আন্দোলনের পথ বেছে নেবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কুশলপুরবাসী।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 23-08-2026 21:40 Page 7

মহাকাশ প্রযুক্তিতে নতুন দিশা
স্টার্টআপকে বার্তা মোদীর

নয়া জামানা,নয়াদিল্লি ঃ মহাকাশ ক্ষেত্রের বিকাশে বিশেষ নজর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর।রবিবার জাতীয় মহাকাশ দিবস উপলক্ষে দেশের প্রথম সারির স্পেস স্টার্টআপগুলির সিইও-দের সঙ্গে বৈঠক করলেন তিনি।ভারতের মহাকাশ ক্ষেত্রে স্টার্টআপগুলির উদ্যম, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উদ্ভাবনী শক্তির প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী।পাশাপাশি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন সহজ করতে মহাকাশ প্রযুক্তিকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়, তা নিয়ে নতুন সম্ভাবনা খোঁজার পরামর্শ দেন তিনি।আলোচনায় ভারতের মহাকাশ ক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্টার্টআপ প্রতিনিধিদের ভাবনাচিন্তা ও আত্মবিশ্বাসের প্রশংসা করেন মোদী।তাঁর মতে, প্রচলিত ক্ষেত্রে মহাকাশ প্রযুক্তির ব্যবহার সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা সমাধান ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নেও এই প্রযুক্তির নতুন প্রয়োগ খুঁজতে হবে।সরকারি নীতির ধারাবাহিকতার উপরও জোর দেন প্রধানমন্ত্রী।স্টার্টআপ সংস্থাগুলি সরকারের সিদ্ধান্তের উপর যে আস্থা রেখেছে, তার গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, যে কোনও সিদ্ধান্তে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা প্রয়োজন।বিশ্বের মহাকাশ অর্থনীতিতে ভারতের সম্ভাবনার কথাও তুলে ধরেন মোদী।তাঁর মতে, মহাকাশ ক্ষেত্রে কোনও বড় প্রযুক্তিগত সাফল্য এলেই যাতে গোটা বিশ্বের নজর ভারতীয় স্টার্টআপগুলির দিকে ঘোরে, এমন পরিস্থিতি তৈরি হওয়া উচিত।স্পেস স্টার্টআপ, মহাকাশ সংস্থা এবং বৃহত্তর প্রযুক্তি ক্ষেত্রের মধ্যে আরও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন তিনি।বিদেশ থেকে ভারতীয় পেশাদারদের দেশে ফেরার প্রবণতাকেও ইতিবাচক বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।মোদীর মতে, ভারতে এমন মহাকাশ প্রযুক্তির পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে, যাতে বিশ্বের দক্ষ পেশাদাররা এদেশকে কেরিয়ার গড়ার অন্যতম সেরা গন্তব্য হিসেবে বেছে নেন।ভারতীয় স্পেস স্টার্টআপগুলির দ্রুত বৃদ্ধি ভবিষ্যতে বিশ্বের প্রতিভাবান পেশাদারদের আকৃষ্ট করবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি।

হাসিনার প্রত্যর্পণে পারস্পরিকতা নীতির বার্তা জয়শংকরের

নয়া জামানা,নয়াদিল্লি ঃ প্রায় দেড় বছর ধরে ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয়ে রয়েছেন বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।সে দেশে গণহত্যায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মৃত্যুদণ্ডের সাজাও পেয়েছেন তিনি।তাঁকে প্রত্যর্পণের জন্য বারবার অনুরোধ জানাচ্ছে ঢাকা, যা নিয়ে দুদেশের মধ্যে চাপানউতোর ক্রমেই বাড়ছে।এই আবহে মুখ খুললেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর।শনিবার দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে জয়শংকর বলেন,যে কোনও সম্পর্ক সফল করতে হলে পারস্পরিক স্বার্থরক্ষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয় এবং সম্পর্কটি দুপক্ষের জন্যই ফলপ্রসূ হচ্ছে কিনা, তা নিশ্চিত করতে হয়।তিনি জানান, প্রতিবেশী দেশগুলিকে নিয়ে ভারত বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এবং অন্য দেশগুলি কেবল ভারতের স্বার্থেই কাজ করবে, এমনটাও প্রত্যাশা করা হয় না।প্রতিবেশীদের স্বার্থকে যেমন ভারত স্বীকৃতি ও সম্মান জানায়, তেমনই তাদের কাছ থেকেও একই আচরণ প্রত্যাশিত বলে স্পষ্ট করেন তিনি।তাঁর কথায়, উভয় পক্ষ সমঝোতায় না পৌঁছলে সম্পর্কের সুষ্ঠু অগ্রগতি সম্ভব নয়, আর এই পারস্পরিকতার নীতি ভারতের সব প্রতিবেশীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভারত সফরের জল্পনা ছড়ালেও, তা উড়িয়ে দিয়েছেন সে দেশের বিদেশ মন্ত্রকের আধিকারিক এ কে এম শহিদুল করিম।তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রীর সফরের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হচ্ছে কিনা, তা তাঁরা পর্যবেক্ষণ করছেন এবং শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের আবেদন নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আহ্বান জানান ভারতের কাছে।ওসমান হাদি খুনে অভিযুক্ত দুজনকেও দ্রুত প্রত্যর্পণের দাবি জানিয়েছে ঢাকা।গত ৫ আগস্ট ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে হাসিনা জানিয়েছিলেন, মৃত্যু পরোয়ানা নিয়েই ডিসেম্বরে তিনি দেশে ফিরবেন।

নিতিনের নতুন টিমের সঙ্গে বৈঠক মোদির

নয়া জামানা,নয়াদিল্লি ঃ কয়েক দিন আগেই বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীনের নতুন টিম গঠিত হয়েছে। শনিবার নয়াদিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে সেই নতুন জাতীয় পদাধিকারীদের সঙ্গে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।গত ১৭ অগস্ট দলের সর্বভারতীয় সভাপতি ৬৫ সদস্যের নতুন টিম ঘোষণা করার পর এই প্রথম তাঁদের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন প্রধানমন্ত্রী।বৈঠকের পর সমাজমাধ্যম এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী লেখেন, সাংগঠনিক বৈঠক নতুন ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনার সুযোগ করে দেয়।দলের সংগঠন আরও শক্তিশালী করা এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ গভীর করার লক্ষ্যেই এমন বৈঠক আয়োজিত হয় বলে জানান তিনি।নতুন টিমের সদস্যদের সঙ্গে ভালো আলোচনা হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।নতুন কমিটিতে উল্লেখযোগ্য নিয়োগের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি এবং আরএসএসের জাতীয় কার্যনির্বাহী সদস্য রাম মাধব। দু'জনকেই ফের গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দায়িত্বে আনা হয়েছে।বৈঠকে নিতিন নবীন যুব সমাজের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের উপর বিশেষ জোর দেন।সূত্রের খবর, ১৪ বছর বা তার বেশি বয়সি তরুণদের কাছে পৌঁছতে কার্যকর প্রচার কৌশল তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যাঁদের মধ্যে রয়েছে জেন-জি ও জেন-আলফা প্রজন্মের বড় অংশ।এই কাজে বিভিন্ন রাজ্যের বর্ষীয়ান নেতাদের নিয়ে বিশেষ দল গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চাকে।আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।রবিবার সকাল ১০টা থেকে সদর দফতরে ফের পর্যালোচনা বৈঠক করবেন নিতিন নবীন, যেখানে উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড ও পঞ্জাবের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা হবে।

হরমুজকে মার্কিন অঞ্চল দাবি ট্রাম্পের পাল্টা হুঁশিয়ারি তেহরানের

নয়া জামানা, নয়াদিল্লি ঃ কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালীকে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন অঞ্চল হিসেবে দেখিয়ে ফের সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।রবিবার তাঁর এই পোস্টকে ঘিরে ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়েছে।ইরান স্পষ্ট জানিয়েছে, মার্কিন নীতিতে পরিবর্তন না আসা পর্যন্ত এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথ বন্ধ থাকবে।ট্রুথ সোশ্যাল-এ একই ছবি দুবার পোস্ট করেছেন ট্রাম্প।গত ১৮ অগস্টের পর ফের হরমুজকে মার্কিন ভূখণ্ড হিসেবে দেখানো হয়েছে ওই ছবিতে।এর আগে ১৪ অগস্ট লং আইল্যান্ডে এক সমাবেশে ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, খুব শীঘ্রই হরমুজ প্রণালীকে যুক্তরাষ্ট্রের অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করবেন।ওয়াশিংটনের এই দাবি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সেক্রেটারি মোহসেন রেজাই।তাঁর দাবি, ৭ হাজার মাইলেরও বেশি দূরে থাকা আমেরিকা হরমুজের মালিকানা দাবি করতে পারে না।প্রতিবেশী দেশগুলিকেও মার্কিন অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞায় যোগ না দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।এদিকে ইরানের বিরুদ্ধে ইতিহাসের কঠোরতম নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রস্তুতি নিচ্ছে ওয়াশিংটন।মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট চিনকে ইরানের তেল আমদানি নিয়ে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন।তেহরান অবশ্য এই পদক্ষেপকে আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী বলে নিন্দা করেছে।

বঙ্গোপসাগরে ডুবল পানামার পণ্যবাহী জাহাজ, উদ্ধার ২

নয়া জামানা ঃ ওড়িশার পারাদ্বীপ উপকূল থেকে প্রায় ২৪০ নটিক্যাল মাইল দূরে বঙ্গোপসাগরে ডুবে গেল পানামার পতাকাবাহী পণ্যবাহী জাহাজ এমভি ওসান উইনার।জাহাজটিতে ২৪ জন নাবিক ও কর্মী ছিলেন।তাঁদের মধ্যে ২০ জন চিনা, তিনজন মায়ানমারের এবং একজন বাংলাদেশের নাগরিক।ওড়িশা থেকে আকরিক লোহা নিয়ে সিঙ্গাপুরের দিকে যাওয়ার পথে জাহাজটির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।ভারতীয় কোস্ট গার্ড (আইসিজি) ও ভারতীয় নৌবাহিনী যৌথভাবে উদ্ধার অভিযান শুরু করেছে।ইতিমধ্যেই দুজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে।আইসিজি সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্রী বিজয়পুরমে অবস্থিত মেরিটাইম রেসকিউ কো-অর্ডিনেশন সেন্টারের (এমআরসিসি) কাছে জাহাজটির সঙ্গে যুক্ত একটি সংস্থা বিপদের খবর পাঠায়।এরপরই উদ্ধার তৎপরতা শুরু হয়।এমআরসিসি কাছাকাছি থাকা বাণিজ্যিক জাহাজ এমটি আইসোপোস-কে তল্লাশি ও সহায়তার নির্দেশ দেয়।রাত প্রায় ৮টা নাগাদ জাহাজটি দুটি লাইফ-র‍্যাফট থেকে দুজনকে উদ্ধার করে।উদ্ধার অভিযানে আইসিজি-র বরাদ ও আনমোল নামে দুটি জাহাজ মোতায়েন করা হয়েছে। অভিযান আরও জোরদার করতে শ্রী বিজয়পুরম থেকে বিজিত জাহাজও পাঠানো হয়েছে।নিখোঁজদের সন্ধানে তল্লাশি অব্যাহত রয়েছে।

Naya Jamana new....manas....._Layout 1 23-08-2026 21:40 Page 8

হারলেও সেমিফাইনালের আশা বেঁচে

আর্জেন্টিনা ম্যাচে জিততেই হবে ভারতকে

নয়া জামানা ঃ শনিবার অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন নেদারল্যান্ডসের কাছে ১-৩ ব্যবধানে হেরে হকি বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে ওঠার পথ কঠিন করে ফেলেছে ভারত।তবে অঙ্কের বিচারে এখনও শেষ চারে পৌঁছনোর সম্ভাবনা রয়েছে হরমনপ্রীত সিংদের।আর্জেন্টিনার কাছে ইংল্যান্ডের ১-৩ ব্যবধানে হারের ফলে সেই দরজা নতুন করে খুলে গিয়েছে।নেদারল্যান্ডস ইতিমধ্যেই ৬ পয়েন্ট নিয়ে সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছে।বাকি একটি জায়গার জন্য লড়াই চলছে ভারত, আর্জেন্টিনা ও ইংল্যান্ডের মধ্যে। পুল ই-তে তিন দলেরই পয়েন্ট ৩।তবে আর্জেন্টিনা ও ইংল্যান্ডের গোলপার্থক্য শূন্য হলেও ভারতের গোলপার্থক্য -৪, ফলে শেষ চারে ওঠার ক্ষেত্রে ভারতের প্রধান বাধা এই গোলপার্থক্যই।সেমিফাইনালে যেতে হলে শেষ ম্যাচে আর্জেন্টিনাকে হারাতেই হবে ভারতকে।পাশাপাশি প্রার্থনা করতে হবে, অন্য ম্যাচে নেদারল্যান্ডস যেন ইংল্যান্ডকে হারায়।সেই ম্যাচ ড্র হলেও ভারতের সেমিফাইনালের আশা শেষ হয়ে যাবে।এখন পর্যন্ত ভারত ৩টি গোল করেছে এবং হজম করেছে ৭টি।ভারত-আর্জেন্টিনা এবং নেদারল্যান্ডস-ইংল্যান্ড ম্যাচের ফলাফলের নির্দিষ্ট ব্যবধানের উপর নির্ভর করবে গোলসংখ্যার হিসাব।উভয় দলের সামগ্রিক গোলসংখ্যা সমান হয়ে গেলে হিসাব গড়াবে ফিল্ড গোলে।এই জায়গাতেই চিন্তা বাড়ছে

ভারতের।পুলে ভারতের ফিল্ড গোল সংখ্যা মাত্র একটি, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দিলপ্রীত সিংয়ের করা গোলটি।অন্যদিকে ইংল্যান্ডের ফিল্ড গোল ৩টি, যার সবকটিই ভারতের বিরুদ্ধে।তাই আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে যত বেশি ব্যবধানে জেতা যাবে, ততই সুবিধা ভারতের।

পাশাপাশি নেদারল্যান্ডসকেও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে জিততে হবে।আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক রেকর্ডও স্বস্তি দিচ্ছে না ভারতকে।এ বছর এফআইএইচ প্রো লিগে দুবার মুখোমুখি হয়ে দুবারই হেরেছে ভারত, একবার ৮-০ এবং অন্যবার ৪-২ ব্যবধানে।সেমিফাইনালের দরজা খোলা থাকলেও ভুল করার জায়গা নেই ভারতের সামনে।সোমবার পুল ই-র শেষ দুটি ম্যাচেই নজর থাকবে হকিপ্রেমীদের।

স্টার্কের দাপটে সিরিজ সমতায় অস্ট্রেলিয়া

ফাইনালের সম্ভাবনা

নয়া জামানা ঃ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে এক ইনিংস ও ৫১ রানের বিশাল ব্যবধানে জয় পেল অস্ট্রেলিয়া।প্রথম টেস্টে অপ্রত্যাশিত হারের ধাক্কা সামলে দ্বিতীয় টেস্ট জিতে সিরিজ ১-১ সমতায় ফেরাল প্যাট কামিন্সের দল।এই জয়ের সুবাদে ২০২৭ সালের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ২০২৫ সালের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা আরও জোরাল হয়ে উঠল।ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার জয়ের নায়ক মিচেল স্টার্ক।দুই ইনিংস মিলিয়ে ১০ উইকেট নেন তিনি। প্রথম ইনিংসে মাত্র ১২ রানে ৬ উইকেট নেওয়ার পর দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৯ রানে নেন আরও ৪ উইকেট।ব্যাটিং ব্যর্থতায় বাংলাদেশ প্রথম ইনিংসে ৬৪ ও দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ৯৫ রানেই গুটিয়ে যায়।অস্ট্রেলিয়া নিজেদের প্রথম ইনিংসে অলআউট হয় ২১০ রানে, যেখানে শরিফুল ইসলাম ৭ উইকেট নেন।তবে দ্বিতীয় ইনিংসে

প্যাট কামিন্স ও নাথান লিঁও তিনটি করে উইকেট নিয়ে বাংলাদেশের ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ কেড়ে নেন।এই জয়ে অস্ট্রেলিয়ার জয়ের শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮০ শতাংশ, বাংলাদেশের কমে হয়েছে ৫৫.৫৬ শতাংশ, যদিও পয়েন্ট তালিকার শীর্ষস্থানে কোনো পরিবর্তন হয়নি।আগামী জুনে লর্ডসে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ফাইনালে জায়গা করে নিতে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রয়োজন বাকি ১০ ম্যাচের ৬টি জয়, অস্ট্রেলিয়ার ১২ ম্যাচে ৬ জয়। ভারতকে ৮ ম্যাচে ৭টি, বাংলাদেশকে ৬ ম্যাচে

৫টি এবং শ্রীলঙ্কাকে ৭ ম্যাচে ৬টি জিততে হবে।ইংল্যান্ড ও পাকিস্তানের সম্ভাবনা প্রায় শেষ, আর ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইতিমধ্যেই দৌড় থেকে ছিটকে গেছে।

ডুরান্ডে ইস্টবেঙ্গলের ঐতিহাসিক জয়

এডমুণ্ডের হ্যাটট্রিকে বিধ্বস্ত মোহনবাগান

নয়া জামানা , কলকাতা ঃ ইস্টবেঙ্গল , ৪ (এডমুন্ড হ্যাটট্রিক, বিপিন সিং) মোহনবাগান , ১ (মণবীর সিং)

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে রবিবার সন্ধ্যায় ডার্বির ইতিহাসে নতুন অধ্যায় লিখল ইস্টবেঙ্গল। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিয়ে ডুরান্ড কাপের খেতাব ঘরে তুলল লাল-হলুদ শিবির। ম্যাচের নায়ক এডমুণ্ড লালরিনডিকা, যিনি প্রথমার্ধেই হ্যাটট্রিক পূর্ণ করে দলকে জয়ের পথে এগিয়ে দেন।খেলার শুরুতে বলের দখল কিছুটা মোহনবাগানের পক্ষে থাকলেও দশম মিনিটে বিপিন সিংয়ের গোলে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। এর দুমিনিট পরেই বক্সের বাইরে থেকে দুর্দান্ত শটে দ্বিতীয় গোলটি করেন এডমুণ্ড। ২২ মিনিটের মাথায় প্রতিপক্ষের রক্ষণকে ফাঁকি দিয়ে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন তিনি, যার ফলে ব্যবধান দাঁড়ায় ৩-০।তিন গোলে

পিছিয়ে পড়া মোহনবাগান ৩৩ মিনিটে মনবীর সিংয়ের গোলে ব্যবধান কমায়। তবে সেই স্বস্তি বেশিক্ষণ টেকেনি। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার ঠিক আগে, ৪৪ মিনিটে ফ্রি-কিক থেকে আসা বলে নিজের হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন এডমুণ্ড। বিরতির সময় স্কোরলাইন দাঁড়ায় ৪-১, যা কার্যত ম্যাচের ফলাফল নির্ধারণ করে দেয়।দ্বিতীয়ার্ধে আরও গোলের সুযোগ তৈরি করেও তা কাজে লাগাতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল, তবে ততক্ষণে জয় প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। এই জয়ের ফলে ১৭তম বার ডুরান্ড কাপ জিতল ইস্টবেঙ্গল, এবং সর্বাধিক শিরোপাজয়ী দল হিসেবে মোহনবাগানের রেকর্ডের সমান হয়ে গেল তারা।উল্লেখ্য, ১৯৯৭ সালের ফেডারেশন কাপ সেমিফাইনালে বাইচুং ভুটিয়ার হ্যাটট্রিকে একই ব্যবধানে মোহনবাগানকে হারিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। ২৯ বছর পর সেই স্মৃতি ফিরিয়ে আনলেন এডমুণ্ড। মরশুমের প্রথম ডার্বিতে হারের প্রতিশোধ নিয়ে সবচেয়ে বড় মঞ্চে প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিধ্বস্ত করে উৎসবে মাতলেন লাল-হলুদ সমর্থকরা।

পাড়িক্কলের সেঞ্চুরি

গিলের মাইলফলকে প্রথম দিনেই ৩০০ ভারতের

নয়া জামানা ঃ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টেও দাপট অব্যাহত রইল টিম ইন্ডিয়ার। নেপথ্যে ফের দেবদত্ত পাড়িক্কল।আগের টেস্টের মতো এই টেস্টেও সেঞ্চুরি করলেন তিনি, টেস্ট দলে তিন নম্বর জায়গাটাও প্রায় নিজের নামে করে নিলেন বলা যায়।অন্যদিকে হাফসেঞ্চুরির সঙ্গে বিরাট এক রেকর্ড গড়লেন অধিনায়ক শুভমান গিল।প্রথম টেস্টে বড় রান না পেলেও কলম্বোয় ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলে চেনা ছন্দে ফেরেন তিনি। প্রথম দিনের শেষে ভারতের সংগ্রহ ৫ উইকেটে ৩০০।টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় ভারত।যশস্বী জয়সওয়াল ৪৫ রানে আউট হওয়ার পর শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটারদের সঙ্গে বচসায় জড়ান।কেএল রাহুল করেন মাত্র ১৮।তবে দেবদত্ত ছিলেন অবিচল, শ্রীলঙ্কার বোলারদের একাই শাসন করে শেষমেশ ১৯৩ বলে ১২টি চারের সাহায্যে ১১৭ রান করে কেশারা নুয়াস্থার স্পিনে আউট হন।শুভমান গিল ১০৮ বলে ৬টি চারের সাহায্যে ৫০ রান করে আসিথা ফার্নান্ডোর বলে উইকেটকিপার নিরোশান ডিকওয়েল্লার হাতে ধরা পড়েন।তবে তার আগেই কেশারা নুয়াস্থাকে চার মেরে টেস্ট কেরিয়ারে ৩০০০ রানের গণ্ডি পার করেন তিনি।মাত্র ২৬ বছর ৩৪৯ দিনে এই কীর্তি গড়ে কনিষ্ঠতম হিসেবে কপিল দেবকে (২৬ বছর ৩৫৬ দিন) ছাপিয়ে যান গিল।যদিও ভারতীয়দের মধ্যে এই তালিকায় সবার উপরে শচীন তেণ্ডুলকর, যিনি ২৩ বছর ২২৮ দিনে এই মাইলফলক ছুঁয়েছিলেন।তারপরেই আছেন বীরেন্দ্র শেহওয়াগ।এদিন কলম্বোয় প্রথম ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে এক বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে ১০০০-এর বেশি রান করারও নজির গড়েন গিল,ছাপিয়ে যান ২০১৯-২১ সালে বিরাট কোহলির ৯৩২ রানকে।দিনের শেষে রবীন্দ্র জাদেজা ৪৩ রানে আউট হন। তবে চিন্তার বিষয় ঋষভ পন্থের চোট।

দলীপে ব্যর্থ বৈভব

ঘরামি-শাহবাজের সেঞ্চুরিতে বড় রানে পূর্বাঞ্চল

নয়া জামানা ঃ দলীপ ট্রফির অভিষেক সুখের হল না বৈভব সূর্যবংশীর।১৫ বছর বয়সি ক্রিকেটারের কাঁধে পূর্বাঞ্চলের সহ-অধিনায়কত্বের দায়িত্ব থাকলেও, শুরুটা ভালো করেও মাত্র ৬ বলেই প্যাভিলিয়নে ফিরতে হয় বিস্ময় প্রতিভাকে।নর্থ-ইস্ট জোনের বিরুদ্ধে ব্যর্থ হয়েছেন অধিনায়ক ঈশান কিষানও।তবে দলীপের কোয়ার্টার ফাইনালে সেঞ্চুরি করে পূর্বাঞ্চলকে টেনে নিয়ে গেলেন বাংলার সুদীপ কুমার ঘরামি ও শাহবাজ আহমেদ।রবিবার বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে দলীপ ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে

মুখোমুখি হয় ইস্ট জোন ও নর্থ-ইস্ট জোন।টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নামে পূর্বাঞ্চল।কিন্তু দ্বিতীয় ওভারেই ধাক্কা খায় তারা।বিশ্বজিৎ কোনথৌজামের প্রথম দুই বলে চার হাঁকানোর পর হঠাৎ শরীরের দিকে ধেয়ে আসা বাউন্সারে সমস্যায় পড়েন বৈভব।ব্যাটে খোঁচা লেগে বল সোজা জমা পড়ে গালির ফিল্ডারের হাতে।৬ বলে ৮ রান করেই আউট হন তিনি।এরপর অধিনায়ক ঈশান কিষানও ৯ বলে ৪ রান করে ফেরেন।রান পাননি অভিমন্যু ঈশ্বরণও।এই পরিস্থিতিতে পূর্বাঞ্চলের ইনিংসকে টেনে নিয়ে যান বাংলার সুদীপ কুমার ঘরামি।রনজিতে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা ২৭ বছর বয়সি এই ব্যাটার এদিনও অল্পের জন্য ৩০০ রান হাতছাড়া করেন।প্রথম দিনের শেষে ৬ উইকেট হারিয়ে পূর্বাঞ্চলের সংগ্রহ দাঁড়ায় ৩৫৫।সুদীপ আউট হন ১৪৬ রানে, আর সেঞ্চুরি করে অপরাজিত রয়েছেন শাহবাজ আহমেদ।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।